ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

****

স-২৫২৭

আগরতলা,৩১ অক্টোবর,২০১৭।

রাজ্যে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদ্‌যাপিত

সারা দেশের সাথে আজ রাজ্যেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনকে স্মরণ করে এই দিনটিতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। রাজ্যের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে। এই দিবস উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে এক সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রাজ্যপাল তথাগত রায় দেশের একতা, অখন্ডতা ও সংহতিকে আরও বেশী করে মজবুত ও শক্তিশালী করে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এই দিনটি উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, ভারতের স্বাধীনতার তৎকালীন সময়ে কম বেশী ৫০০ এর অধিক ছোট ছোট দেশীয় রাজন্য শাসিত রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে স্বাধীন ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্তি করার ক্ষেত্রে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান দেশবাসী কোনওদিন ভুলবে না। তাঁকে চিরদিন স্মরণ করবে। তৎকালীন সময়ে তিনি যদি এই কাজটি না করে যেতেন তাহলে আজকের যে ভারতে আমরা বসবাস করছি তার ভৌগোলিক অবস্থান এমন থাকতো না। তিনি বলেন, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল তৎকালীন সময়ে দেশের সার্বভৌমত্বকে মজবুত করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংহতি এবং ঐক্যকেও একত্রিত করে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। রাজ্যপাল ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্পর্কে আরও বেশী করে চর্চা করার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা বলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তৎকালীন সময়ে সংহতির মাধ্যমে ভারতবর্ষকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পাশাপাশি সেই সময়ে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রেও বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান রয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাসের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা, বি.এস.এফ.-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আই.জি. এস.আর. ওঝা প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ড. মিলিন্দ রামটেকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্যপাল তথাগত রায় সহ অন্যান্য অতিথিগণ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিকে, আজ সকালে বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রান ফর ইউনিটি দৌড়ের পতাকা নেড়ে শুভ সূচনা করেন রাজ্যপাল তথাগত রায়। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল তথাগত রায়। অনুষ্ঠানে মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অখিল কুমার শুক্লা, বি.এস.এফ.-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আই.জি. এস.আর. ওঝা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ড. মিলিন্দ রামটেকে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই সংহতি দৌড়ে বি.এস.এফ., টি.এস.আর., সি.আর.পি.এফ., এন.এস.এস. ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে।

*****

This document was created using Smart PDF converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com